কলেজে বাংলা শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানো দরকার

(স্টাফ রিপোর্টার)

সরকারী কলেজগুলিতে প্রতি বিভাগে শিক্ষকের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেবার যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তার ফলে আবশ্যিক বিষয়ের বিশেষ করে বাংলা শিক্ষা দানে সংকট সৃষ্টি হবে বলে বিশেষজ্ঞ মহল মনে করছেন।

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

বাড়ানো দরকার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সরকার সম্প্রতি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সিদ্ধান্ত মোতাবেক যেসব কলেজে ইন্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রি পাস কোর্স চালু আছে, সেসব কলেজে প্রতি বিভাগে চার জন করে শিক্ষক রাখা যাবে। যেসব কলেজে অনার্স কোর্স চালু আছে, সেখানে প্রতি বিভাগে শিক্ষকের সংখ্যা হবে সাত। আবার যেসব কলেজে ইন্টারমিডিয়েট, ডিগ্রি পাস ও অনার্স কোর্স এবং মাস্টার্স ডিগ্রি চালু আছে সেখানেও বিভাগপ্রতি শিক্ষকের সংখ্যা সাত-এ নির্ধারণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

এর ফলে আবশ্যিক বিষয়ের শিক্ষা দানে সংকট সৃষ্টি হবে বলে বিশেষজ্ঞ মহল মনে করছেন। উদাহরণস্বরূপ তারা আবশ্যিক বাংলার কথা উল্লেখ করে বলেন, কোনো ইন্টারমিডিয়েট কলেজে বাংলা পড়ানো হয় আটটি পেপার। কলা, বাণিজ্যিক ও বিজ্ঞান শাখার দু পেপার করে মোট ছয় পেপার, আর নৈর্বাচনিক বাংলা দু পেপার। কিন্তু ঐ একই কলেজে ঐচ্ছিক বিষয় পড়ানো হয় মাত্র দু পেপার। এর ফলে বর্তমান সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৮ পেপার বাংলা পড়ানোর জন্যও থাকবেন চারজন শিক্ষক আর দুই পেপার পৌরনীতি বা পদার্থ বিজ্ঞান পড়ানোর জন্যও থাকবেন চারজন শিক্ষক।

এমনিভাবে ডিগ্রি পাস কোর্সেও অন্যান্য বিষয় তিন পেপার পড়ানো হলেও বাংলা পড়ানো হয় পাঁচ পেপার। অথচ শিক্ষকের সংখ্যা সমানই।

এছাড়া, আবশ্যিক বাংলা বিষয়ের ছাত্রসংখ্যাও থাকে অনেক বেশি। সব শ্রেণীর সব ছাত্রছাত্রীর জন্যই এটি বাধ্যতামূলক। পক্ষান্তরে ঐচ্ছিক বিষয়গুলিতে হয়তো পড়ে ২৫/৩০ জন। সেক্ষেত্রে আবশ্যিক বাংলা বিষয়ে শিক্ষক ছাত্রের আনুপাতিক হারও যায় বেড়ে।

আবশ্যিক বিষয়ের পেপার সংখ্যা ও ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত বিবেচনা করে প্রতি কলেজে বাংলার শিক্ষকের পদসংখ্যা বাড়ানোর জন্য শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ মহল থেকে দাবী জানানো হয়েছে। তা না হলে, বাংলা বিষয়ে শিক্ষার মান নেমে যাবে বলে তাদের আশংকা।